দৈনিক
জনকণ্ঠ

29 APR 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

মাধ্যমিক শেষ করার আগেই আশি ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশন শীর্ষক আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, বাংলাদেশে অধিকাংশ শিশু এখনও প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পায় না। শতকরা আশি ভাগ শিক্ষার্থী এখনও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ে। এতে সমাজে একটা বৈষম্যমূলক অবস্থা বিরাজ করছে। আর বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সেই সামাজিক বৈষম্য দূর করার বদলে বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাঁরা বলেন, বিভিন্ন সামাজিক কারণে দিন দিন স্কুল থেকে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়ছে। শিক্ষকদের সরকার নানা কাজে জড়িত করে। ফলে বছরে যত দিন তাঁদের
(২- পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

মাধ্যমিক শেষ করার

(প্রথম পাতার পর)

শিক্ষার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা তা তাঁরা পারছেন না। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসে। গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য পাঠ্যপুস্তক অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানেই আমাদের দুর্বলতা। প্রতিবছর একই লোকদের দিয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করলে এই দুর্বলতা দূর হবে না। বক্তারা শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার দাবি জানান। এজন্য সামাজিক ঐকমত্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে এই গোলটেবিল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযান, ইউনেস্কো, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি এবং ডেইলি স্টার যৌথভাবে উক্ত সভার আয়োজন করে। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী এবং বাংলাদেশে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি ড. মালায় মালিসা। ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের পরিচালনায় এই গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন তত্ত্বাবধায় সরকারের সাবেক উপদেষ্টা কাজী ফজলুর রহমান,ড.আকবর আলী খান, সিএম শফি সামি, সাবেক মন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, ড. ওসমান ফারুক, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী,তারপ্রাপ্ত শিক্ষা সচিব এম মোশাররফ হোসেন ভূইয়া, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. খলীকুজ্জামান আহমদ, এনজিও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ড. সাদাত হোসেন, শাহীন আনাম, একশন এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর শোয়েব সিদ্দিকী, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মনজুর আহমেদ, প্রথম আলোর আব্দুল কাইয়ুম প্রমুখ।

ড. খলীকুজ্জামান আহমদ বলেন, শিক্ষার মান কিভাবে নিশ্চিত করা হবে তা কিছু বলা হয়নি। তদারকি ব্যবস্থা না থাকলে কোন পদ্ধতিই কাজে লাগবে না। তিনি বলেন, শিক্ষা বৃত্তি দেয়া হয় মানের জন্য কিন্তু এই ব্যবস্থাতেই সমস্যা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে যাদের নাম রয়েছে তারা বৃত্তি পায় না। আবার যাদের নাম নেই তাদের অনেকে বৃত্তির টাকা পায়। তিনি মান নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের আরও প্রশিক্ষণের কথা বলেন।

অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, সরকার সারা বছর শিক্ষকদের নানা কাজ যেমন নির্বাচন, টিকাদান কর্মসূচী, আদমশুমারিতে ব্যস্ত রাখে। এতে শিক্ষা কার্যক্রমে তাদের যে সময় দেয়ার কথা তা তাঁরা দিতে পারেন না। তিনি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে সামাজিক গোত্রকে কাজে লাগানো হয়। স্কুল পরিচালনাতেও তারা অংশ নেয়।

আকবর আলী খান বলেন, শিক্ষার প্রতি স্তরে প্রতি অঞ্চলে বৈষম্য রয়েছে। বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলের দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের দিকে নজর দিতে হবে। কিছু কিছু মানুষের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত না করে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

এ এইচ এস কে সাদেক বলেন, আমাদের প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা প্রণয়ন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করতে হবে।